সূচিপত্র

উৎসর্গ

পরম স্নেহশীলা ও প্রেরণাদাত্রী
মাতৃদেবীর স্মৃতির উদ্দেশে

মন্দ নয় গীতা নয়

বাড়া ভাতে

আমার ফ্ল্যাটের ভাড়া আড়াই হাজার
খুচরো খেয়াল কিছু খুঁতখুঁতুনির জের এখনো মেটে নি,
কবে যে দেয়ালগুলো গাজর-রঙের প্ল্যাস্টিক-
পেন্টিংয়ে আরশির মুখদ্যুতি হবে!

হবে হবে গড়িমসি নয়
আর, সবুরে মেওয়া তুলনারহিত
মনপসন্দ্ নিজস্ব নিখুঁত বাড়ি লিমুশিন
স্বপ্নের নক্সায় ;
খালি গায়ে গড়াগড়ি দিক-না জমিটা
আরো ক'টা দিন—
ছাপ্পর ফুঁড়লো ব'লে হাঘরে বরাত
চড়চড় সিঁড়ি ছোঁবে পাঁচ লাখ টাকা
মবলগ পঁচিশ হাজারে দাঁওমারা
লাখেরাজ এ ডোবা-ভরাট-করা জমিটার দাম।

ধুলোমুঠি সোনামুঠ—কপালটা শাঁখের করাত!
হিংসুটের বুক চাপড়াক
চোখ-টাটানোর বিষ কিরকির জ্বালা
পয়মন্ত লক্ষ্মীর পালি-কে
উল্টে দেবে, দিক! কটুকাটব্যের তীব্রতম শেল
এফোঁড়-ওফোঁড় বিদ্ধ করে : সব ফাঁকি ফক্কিকারি—
ভিডিও-র গুহ্য কামকেলি
গৃহলক্ষ্মী হুরী-পরী রাতের রক্ষিতা
কাঁড়িকাঁড়ি আস্ত কড়ি স্তূপাকার করে
এ-ঘরে ও-ঘরে ;
বর্গীর হাঙ্গামা নেই কোনো।

পুরনো ফ্ল্যাটের ভাড়া আড়াই হাজার
গল্ফগ্রীনেও কব্জা-করা

ইন্দ্রপুরী আরো দুটো ফ্ল্যাট—
কারো ভেংচি ভ্রূকুটির তোয়াক্কা থোড়াই
অনুকূল হাওয়াতে আরো দাও কুলোর বাতাস
(খুদকুঁড়ো এখন তো পলটি উপমা)
বাতাসকে যতো পারো রুদ্ধশ্বাসে পালে টেনে নাও
বদর বদর বলো সাবাশ সবাই.

আজকের বাড়া-ভাতে কার সাধ্যি ছুঁড়ে দ্যায় ছাই !!

সন্ধ্যার আলপনা

প্রতি ভোরে—বেশ কাকভোরে—সূর্য উদয়ের আগে
টাকমাথা বায়ুসেবী বৃদ্ধ বীথিকার
রঙ্গনের কুঁড়ি ছিঁড়ে নেন ;
দেখলাম. বিবেকের নিষেধ না মেনে
আজও ছিঁড়ছেন
ছাতার বাঁটের আঁকশিতে
কোরক ও পাপড়ি কেশর ছিঁড়ে অপূর্ণ যৌবন
চাপা-কান্না ছাপিয়েছে প্ল্যাস্টিক প্যাকেট,
তুঁতগাছেরও শিশু গুটিপোকা পেল না রেহাই.—
বাস্তুদেবতার পুজো কিংবা পালপার্বণের নেইকো বালাই।

কবর ও শ্মশানের বিমর্ষ ও বাসি ফুল বেচে
ফলাও ব্যবসা মিইয়েছে
বলিরেখ শরীরের মতো শীর্ণ চিমসে এখন—
অবশিষ্ট সান্ত্বনার ফালতু লাভের কড়ি ঢেলেছে মোজোকে
ইন্দ্রপুরী তেতলার নিশ্চিন্ত মালিক।

কামিনীকাঞ্চন-খিদে মিটিয়ে চুকিয়ে
টেকোমাথা সেয়ানা কঞ্জুস
বাদুড়ের ঝুলে-পড়া লোল চামড়ায়
বাহাদুর প্ল্যাস্টিক-সার্জারি—
ড্রইংরুমের দুটো টেরাকোটা ঘট
টাটকা ফুলের ম-ম মঞ্জরীস্তবক
দরজা ও জানলার ফুরফুরে পর্দায় পর্দায়
ডোরাকাটা জেব্রাগুলো যুগ্মতায় যুগ্মতায় নয়নাভিরাম.
এ-ছবির নান্দনিক নাম ?

কৃতান্তের কারুকৃত্য সন্ধ্যার আলপনা॥

বুড়ো-আঙুলের নখে

চতুর্বেদে অবিশ্বাসী চারটি আঙুল
বাসী উপনিষদের ন্যক্কার-উপমা
অন্নপ্রাশনের অন্ন ভলকে ভলকে উঠে আসে
আঁশটে বমন।
ঘ্রাণ নেই? প্রাজ্ঞ ঘ্রাতা কেউ?

ঠায় বসে-বসে বুড়ো-আঙুলের নখচিত্র দেখি
আমি এক গৌড়জন মধু-র ব্যাপারী
আনন্দের মধুচক্রে নিরবধি অমৃত অন্বেষা :
খাঁটি মধু নিপুণ ভেজালে
নির্গুণ মিঠেল
মহার্ঘ লেবেল-সাঁটা সদানন্দ বণিকের পণ্যের ভাঁড়ার
অতিবাড়ন্তের ছবি অচঞ্চলা লক্ষ্মীর বসতি।

নাকী-কান্না মুছে ফ্যালো. ন্যায় নীতি শাসন শোষণ
ফুটো-আধলার মতো হাল্কাপল্কা বুলি—
দেখছো না উৎকোচে বশীভূত চতুর বিধাতা!
কুঁজোপিঠ আমি গৌড়জন
হতভাগা ভোঁদা গাধা পুরনো দুঃখের বোঝা বই।

অনামুখো মশা ও মাছির উৎপাত
ক্রমশই গা-সওয়া. চড় ও চাপড়ে
চকিতে আহত বায়ু আপাতনিষ্কৃতি—
ছিনিমিনি ও নাস্তানাবুদ
সুপ্রাচীন বটের বিশীর্ণ ঝুরি শিথিল দর্শন।
অনুব্রতী গৌড়জন চোখ বুঁজে তন্নতন্ন খুঁজি
আবর্তন-বিবর্তন-চোঁয়ানো চৌগুণ
জিরেন রসের স্বাদ লোভায়ত জিহ্বার সান্ত্বনা॥

স্বকৃত ছায়ায়

অতএব আমি
অগত্যা কি অয়স্কঠিন
এক কোণে একা
আত্মপ্রত্যয়ের স্বস্থ সুপর্ণ ছায়ায়!
তূণ শূন্য ক'রে বিদ্রূপ-ধারালো তীরগুলো ছোঁড়ো,
নাগাল না পেলে তরিবত ভুলে পা ঘ'ষে পা ঘ'ষে
মুছে ফ্যালো প্রতিদ্বন্দ্বী অচটুল ছায়া-প্রতিচ্ছায়া।

তুমি সাজোয়ান
তুমিও তোমার পেশীবলে
কুশলী ব্যালটে
কোহিনুর মুকুটটা নিজ হাতে পরো ;
পরন্তপ কিন্তু আমি নই
অভিক্ষেপ নয়, অভিনন্দনেই
কলাবন্ত সৌজন্য জানাই।

না, আর বিরোধ নেই,
তুমিই তো স্বীকৃত সম্রাট
মীমাংসার সারবান্ সূত্রটা ভুলো না :
গাড়লের দোসর কে গাড়ল তা জানে ;
তীক্ষ্ণচঞ্চু তীর্থকাক হা-পিত্যেশ তাকায় চৌদিক
খুঁজে-পাওয়া মুশকিল সতীর্থ সুশীল

তীর্থংকর সুবন্ধু অমিল—
কান খাড়া তবু
বিলম্বিত সুভদ্রের পদধ্বনি গুনি
ডানে-বাঁয়ে থিকথিক দু'কানকাটার
ভিরমি-লাগার ঠাসা ভিড়,

ষোলোকলা কল্পতরু বেল্লিকেরা সবসেরা গুণী
হুজুর হাকিম দাগী খুনী।

অতএব আমি
আমি আছি এক কোণে অয়স্কঠিন
স্বকৃত ছায়ায় ;
সবিনয় নিবেদন কৌতুক-কার্টুন
পূর্ণতার পাত্র ছোটো, না কি ছোটো আমি!
ছোটো-বড়ো মাপজোখ জরিপ-যন্ত্রণা
আগড়ুম বাগড়ুম আঁটকুড়ো ব্যঙ্গময়তার
আঁকিবুকি শিল্পলীল হৃদয়ের গুহাচিত্রে থাক—
এই ফুকো আড়বাঁশি ফাঁকা-ফাটা-মাঠে
বাজিয়ে কী লাভ!!

সর্বস্ব ও সর্বনাশে

সর্বস্ব ও সর্বনাশ মিলে-মিশে স্মৃতির আর্তাতি
বিশেষণগুলো ধুলো ঝেড়ে ধূসরিমা রঙ পায়
যুবতী জরতী যেন প্রায়-পাংশু কুণ্ঠিত কুণ্ঠনে
ভাঙা-চিবুকের চিন্তা করভার— শীতের সম্বল

ছেঁড়া কাঁথা, কাপাসের লেপের আরাম কে নিয়েছে
টেনে. জানি আলিঙ্গন শব্দটাও জিভের ব্যায়াম.
ফাটাচটা পুরনো আর্শিতে প্রতিচ্ছায়া-হাতছানি
মুখ টিপে হাসে ছলনারা— কিংবা নিবেদিত প্রেম

প্রণয় ও পরিণাম রেসের মাঠের আকস্মিক
জয়! জমাট ফেনারা সোনাদিয়া দ্বীপের প্রত্যাশা
দশটা অভ্রের খনি জাহাজের পেটের ভিতর
জেনারেটর কি স্তব্ধ? আঁধার-সমুদ্রে টাইফুন!!

দশ-ঘা বেত

হাত পাতো!
পাতলাম হাত।
সরু শুক্‌নো কঞ্চি নয়
দু'হাত মাপের পাকা শাসনের বেত :
এক—,
দুই—,
তিন—,
চার—,
পাঁচ— ;

যন্ত্রণার কাত্‌রানি তখনো থামে নি
ঈষৎ গোলাপী কচি কচি
নখের শিকড় ছিঁড়েখুঁড়ে
রক্তের ফিন্‌কি...
মেরো না, মেরো না আর, ম'রে যাবে! কাকুতি মিনতি
কে শুনছে কার আর্তনাদ!
নিস্ফল। নিস্তার
নেই আজ—জামদগ্ন্য ক্রোধ, ক্ষিপ্ত বাঘের বিক্রম
টুঁটি ছিঁড়ে নেবে।

এবার ও-হাত পাতো!
পাতলাম।
কম্ররেখ বাঁ-হাতের চেটো থ্যাঁত্‌লালো
ছয়—,
সাত—,
আট—,
নয়—,
আর শেষ রোষ
দশ— ;
দশ-ঘা বেতেই

মূর্ছিত চেতনা।
(না কি জন্ম নিচ্ছে যমজ বিবেক!)
তারপর মা-র
চিরমমতাময়ীর অঝোর অশ্রুর শুশ্রূষা।

স্রষ্টার প্রশ্নটা কী ছিলো?
—রসাত্মক বাক্য কাকে বলে
বিশদ বুঝিয়ে বলো।

বালখিল্য বেকুব তামাশা
অথবা জবাবটাই মিহি মশ্‌করা ;
লম্বা টিকি উঁচু ফেজ্‌-টুপি
দাঁড়ে-বসা লালঝুঁটি-কাকাতুয়া-বুলি
কিংবা ভেক্‌ধারীদের খঞ্জনি গুপ্‌গুপি
ঝিঙুর ঝিঙুর সন্ধ্যাসুর
ঝিনিকি ঝিনির শব্দ, —আর যা-ই হোক,
কোনো অর্থে কবিতাই নয় ;
ছেঁড়া-পচাবস্তা ঝাড়লেই এম্নি ঝুড়ি-ঝুড়ি
বিন্যাসবিহীন
ঝুরঝুর-ঝুরঝুর কবিতা গড়ায়—
জিরেন রসের স্বাদ জিভ ভুলবে না .
বিশেষণ বিশ্লেষ এ-পর্যন্তই থাক।

পরীক্ষক এককাট্টা! কাজীর বিচারে
ফাজিলের কোনো ক্ষমা নেই
—এই রসাত্মক বাক্য!!
বিহিত ধারালো পেন্‌সিল
খচাখচ্‌ ছেঁটে দিলে এক নয়, দুই নয়,
দশ, একেবারে দশ-দশটা নম্বর।
অসূক্ষ্ম বিদ্রূপ অবশেষে
তীক্ষ্ণ ব্যুমেরাং

এতোটা ঝরাবে লহু তখন বুঝি নি
জখমে জখমে আজ লবেজান প্রাণ।

বিসংকট মোচন হ'লো কি?
সায়াহ্ন আহ্নিক সেরে শাসালেন বাবা :
মোহমুদ্গর—শুরু থেকে শেষ শ্লোক—
এখনই মুখস্থ শুনবো!

স্মৃতির সঞ্চিত খুদ খুঁটে খুঁটে খুঁটে
কুড়িয়েবাড়িয়ে
আতঙ্কিত অস্তিত্বের কাঁপা-কাঁপা মৃদু উচ্চারণ :
মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং,
কুরু তনু বুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং...

মেঘে মেঘে বয়স গড়ালো
দশ-ঘা বেতের ব্যথা বেকার আঙুল
নিয়তির পাখসাট নিশ্চুপ মেনেছে
সদৃশ স্বভাবে
তালব্যও সহিষ্ণু সংযত।

উদ্বর্তন বা উত্তরণ যা-ই বলো
নানা পথে নগ্ন পদ,—নানা কূটকচালের প্রশ্ন ঠেলে ঠেলে
নাছোড় ও উল্লোল সংগ্রাম
শেষমেশ ছোটো-বড়ো উঞ্ছ কেরানীর
কলম ছুঁয়েছে যন্ত্রণায়
উচ্চিংড়ে আঙুল
আবও যান্ত্রিকতায়
ছিটেফোঁটা কবিতা ও অকবিতা মাথাকুটে মরে
পুরুঢিপি উইয়ের আঁধারবলয়ে ;

রসাত্মক বাক্যের অধিক
সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়

ত্রিকালবিজয়ী কবিতাই
চাই—দিগ্‌দিক্ষার শেষ পরিশেষ নেই,
বিশ্বরূপদর্শনের কুরুক্ষেত্র কতোটা কী দিলো ?
—কালো ঠাণ্ডা ছাই আর ছাই।
আর যার ভাগ্যের প্রসন্ন শিকেটা ছিঁড়েছে
নিরুদ্দিষ্ট অন্বিষ্টের সেখানে সুপ্রাপ্তি,
ময়নামতীর অদুনা পদুনা।

কবিতার ফুল
ফোটানো কি এতোই সহজ!
ফুটিয়েছে বিঁধিয়েছে ঢের
বন্ধু-আত্মীয়ের চোখা-চোখা বিদ্রূপের বাণ
—গুলি মারি তোর কবিতায়!

দশ-ঘা বেতের যন্ত্রণা
না কি এলোমেলো হাওয়ার সংক্রাম দূষণে
আঙুলেরা ফুলে'-ফেঁপে মোটা কলাগাছ,
অতিমান্য বড়োসাহেবের চাঁচা-চোস্ত দস্তখত্
ব্যাঙ্কের আমানতেও জেল্লাদার মেদ
কয় দশমাঙ্ক, কয়টা বুরুল, জানি
দু' দুটো লকার
স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের আগ্‌লানো গোপন ভাঁড়ার।

দশ-ঘা বেতের গল্পে ইতি।

চোটখাওয়া যমজ বিবেক
হদিশ্ দিলো কি
নকড়া-ছকড়া এই জীবনের বিশুদ্ধ বানান,
সটীক অন্বয় ?
জীবনায়নের
এখন একটাই তো প্রাঞ্জল মানে—
সুসঙ্গম কুৎসিতে সুন্দরে।

খাড়া উঁচু গাঢ় কালো মেঘ
হাজার-হাজার বুনো হাতি-বাঁধা গ্র্যানিটের থামে,
নিচে, বহু নিচে
না-সফেদ না-ধূসর বটের পাখিরা
ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ-ডানা রঙ বদলায়।
ফিরোজা নয়নসুখ—অতি সূক্ষ্ম আশনাই-নীল—
কমলা হলুদ লাল বেগ্‌নি সবুজ
জাফ্‌রানী কেশরকুঙ্কুম
কোন্‌ নান্দনিক
কে সে তীরন্দাজ
কবিতার তেশিরা প্রিজ্‌মে
সমুজ্জ্বল কুশলতা কী-রঙ ছুঁড়বে??

মনু নয় গীতা নয়

বৃদ্ধ মনু নয় গীতা নয়—
তাড়া-খাওয়া কাঠবিড়ালীর ফড়্কে-ডালের সেতুটা সম্বল ;
বৃদ্ধ মনু, বৃহৎ মনুর বাক্য, গীতাও বাতিল,
আনকোরা সময়ের পরামর্শে নতুন ওয়াদা।

ঝিনুক-মোজেকে দামী আসবাবে মোড়া সংসার না—
মনের ও মননের নিভৃত নিকেত
অট্টালিকাচূর্ণ দিয়ে কিনবো কুঁড়ের
শান্তি আর সমুদ্রশুক্তির মোতিমুক্তো :—

রুগ্ন করতলধৃত বিশ্রুতির আমলকী-আয়ু
যদি পাই—সব মূঢ় আকাঙ্ক্ষার ছাই
মানকচু গাছের গোড়ায় গিরিচূড়া
নিংড়ে নিক অনিবর্ত সৌরআলো বায়ু,
নিরঞ্জন ভাস্কর্যের আপাতঅবোধ্য ধাতুপিণ্ড
গুণাঢ্যের দীপ্যমান আদিত্যমণ্ডল।

পৃথিবীর চৌমাথায় মাথাউঁচু কীর্তিমান্ ব্রোঞ্জ
নিতান্ত নিরেস কিন্তু মুনাফায় বেশ ঘন মেদ,
শিকেয় ঝুলছে শিল্প,
অদূর পশ্চাদ্‌পটে আবছা শিলোট,—
শিল্পী নয় স্বল্পপুঁজি তঞ্চক দোকানী
হিম্মতওয়ালা—কল্‌জে চওড়া নয়—
বীতভয়, নির্বিবেক দুই হাতে দৌলত কামায়।

নীতিছুট দিনগুলো দু'নম্বরী সেয়ানা তরাজু
কুশলী ওজনে রপ্ত আঙুলের দাস

ষোলোআনা সূক্ষ্ম বাটখারা
আপাতত স্বল্পতম সততার ভেকটুকু নেই।

শখ হলে পুরু-কালি-পড়া
ফাটা-চিম্‌নির নিচে চাল্‌শে নজরে
অভ্যাসের বৃদ্ধ মন্ত্র গীতা আওড়াও,
মনে রেখো বাঁচলে বাপের নাম আদর্শ সংহিতা॥

নখে লাল দাঁতে লাল

লুভরে নয়—

(প্রয়াত দেবযানী গোস্বামীর স্মৃতির উদ্দেশে)

বাঁ-বুকটা নষ্ট দষ্ট, পায়ের পাতায় যোজন ক্রোশ
কিংবা কিছু হন্তদন্ত হাঁসফাঁসিয়ে হাঁটছি দ্রুত
সঠিক পথের মোড়ের বাঁকে রইলো বাকি অনেকান্ত.
লুভর তুমি পরিক্লান্ত কবির কতো সুদূর আড়াল
খোঁড়া ভাগ্য গুটিয়ে নিলো সুঅভীষ্টের দূর-দূরান্ত।

তোমার হাসির গুহ্য মানে পেয়ে গেছি অবেক্ষণে
প্রতীক্ষান্ত ক্ষান্তি এখন অ-নগর এ-পাঁশকুড়াতে
করুণ রেখাব বাজছে শুনি রেললাইনে আদিগন্ত
'গীতাঞ্জলি'র দানো চাকায় গুঁড়িয়ে গেলো কান্নাগুলো
শাপ-শাপান্ত অর্থবিহীন. ব্যঞ্জনাময় সূক্ষ্ম হাসির
বৈদূর্য কী বিচূর্ণিত! দেবযানী গো. লুভরে নয়—

শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে-বাঁধা পাঁশকুড়াতেই
এ-জীবনের দ্বন্দ্ব-দ্বিধা ভুলের মাশুল মিটিয়ে দিয়ে
কৃষ্ণচূড়ার কুঁড়ির কান্না ঝরাবে কি কুংকুম মেঘ
দেবযানী গো ফুটছো আজো ছুটছো বেগে অফুরন্ত
অনুপলকে কান্না কাঁপায় রক্তমাখা গীতাঞ্জলি॥

ক্লারা জেটকিন : কবরে কিছু ফুল

একে কি চেনেন?
শ্রাবণের ভয়ে
শিটেমরা এ-ঘুঁটেকুড়ুনি
গাঁয়ের আবাগি অনামিকা
আষ্টেপৃষ্ঠে ভাগ্যের শিকলে বাঁধা
কেনারাম মোড়লের খোদ ক্রীতদাসী
—আপাতত শিক্‌লি-কাটা টিয়া—
তার নিজ চাঁচাছোলা ছোট্ট জবানিতে
একটু কান দিন
ক্লারা জেটকিন!

মিথ্যে বলবু নি
সত্যি বৈ একরত্তি মিথ্যে না মিথ্যে না—
এ-দোরে ও-দোরে
আলানো ভাতের ফ্যান গিলে
ধুকপুক নিবন্ত পলতের মতো
কোনোমতে টিঁকে আছি শীর্ণ হাড্ডিসার
বয়েস-আড়াল-করা ছায়া.
পেটের খিদের নিচে আর-কিছু আঁচ
কিংবা কোনো অনশন
এখনো তো জানি নি বুঝি নি।

কাজ চাই, কাজ—
ন'মাসে-ছ'মাসে জুটলেও
আমাদের কাজের দু'হাত
—দশ হাত :
খিদেতেষ্টা ভুলে যাই.
মাটি কাটি. আগাছা নিড়োই.
বীজতলা ধান রোয়া শেষ হ'লে ফের মাটি কেটে

আল্-মেরামতি,—আধ-পেটা পান্তা-আমানিতে
দিন শেষ হয়
খেতে ও খামারে ;
সস্তা গতরের জলসেচ পেয়ে-পেয়ে
শুক্নো ভাগাড় আর বাঁজা ও পতিত জমি
এক-ফুঁমন্তরে
পোয়াতি হয়েছে,– সেই অফলা তো এখন তেফলা।
আহা, চোখজুড়নো সবুজ
—সবুজের আয়নায় আকাশ দেখছে নিজমুখ—
আউশে আমনে গলাগলি
কোনো বুলবুলি
ধান খায় নি এবার,
মাঠে মাঠে পাকাসোনা-রঙ ঠিকরোচ্ছে
এ-বছর মহালক্ষ্মী কড়ির আসনে অধিষ্ঠিতা ;
আনন্দ-আহ্লাদ
চাকভাঙা-মৌ আর ক্ষীরমাখা ভুরভুরে বাসমতী
ঝকঝকে সরু দাদখানি মোড়লের মুখ
বছরান্তে নবান্ন-উৎসব।
কৈ, ফুরসত কৈ!
গোলা ও মরাইগুলো ধান-থইথই
ঢেঁকির পাদানি
একদণ্ড কামাই দেবে না
দিনভর পালি-পালি ধামা-ধামা ধান-চিঁড়ে কুটি,
ক্ষার কাচি, উঠোন নিকোই ;
হালে দেখছি দোমালা-নারকেল-গুড়-মুড়কিতে
বরাত খুলছে,
উপোসের পেট আজ স্বাদ পায় পোলাও-কালিয়া।

পর-পর অজন্মা দু'সন :
ধুধু মাঠ লকলক ডাইনির জিভ
খরার আগুন নিভলো না।
হাওলাত দিলো না মোড়ল

দু'কুন্‌কে ধান,
দোরে-দোরে হাত পেতে কপাল চাপ্‌ড়ে
দু'মুঠো ভাতও জুটলো না ;
মজা-পুকুরের লাল-শাপলাও নিশ্চিহ্ন উধাও।
পেটের জ্বালায়
দূর-গঞ্জের কিরানা-আড়তে ছিটেফোঁটা কাজ
সমুদ্রে খড়ের কুটো.—
ডাল-মশলার কুলো ঝাড়াই-বাছাই,
ছাদপেটাই, খোয়াভাঙা রাস্তার রোদ্দুরে
শাদামাটা শক্ত ও কঠিন
কোনো কাজে আমি পিছ-পা না।

এইসব গঞ্জ ও আড়তের খিড়কির পাশে
গাব-গাছটার গা-ছমছম ভুতুড়ে আঁধারে
হাবাগোবা হরিদাসী-কালিদাসীদের
উদ্ধার-আশ্রম
আমদানি-রপ্তানির ফলাও ব্যবসা.
শুঁট্‌কি চিংড়ির ফড়ে দালালেরা
গাঁ-গঞ্জের চুনোপুঁটি কতো কেনারাম-বেচারাম
ঘুরঘুর একোণে-ওকোণে—
বেয়াদপির মাত্রা বাড়লেই
দু'পায়ের লাথি
বেশ ক'ষে দিয়েছি ধোলাই!
মিথ্যে বলবু নি.
কিছুতেই সোজা আঙুলের
ঘি হতে পারি নি.
দিই নি ইজ্জত।

এক কুড়ি এক-গা বয়েস—
আতরমাসিও তার জপানো পটানো ফাঁদে
ভেড়াতে পারে নি.
মাইরি. মায়ের দিব্যি.
শহরে যাবু নি।

শহরে তো প্রথম রিপুর খিদে আমি,
হাঁ-করা ও ওত-পাতা রাঘববোয়াল
এক রাতে বানাবে আমাকে
কাঁচামাংস-বিরিয়ানি
গোগ্রাসে গিলবে স্বাদু জম্পেশ ভিণ্ডালু ;
লালাসিক্ত লম্বা জিভগুলো
সারারাত নিষিদ্ধ পল্লীর লাল আলো।

সুখের তাকিয়া
সাতনরী শত মুক্তোহার
কোনোই লোভের টোপ গিলবে না এ-ঘুঁটেকুড়ুনি,
পেটখোরাকির কাজ জোটে তো জুটলো,
দাঁতালো দুর্দিনে
নির্ভয় কঠিন
কাজের শিকড়ে প্রবাহিণী
ছোট্ট ইচ্ছামতী— তিরতির তিতিরের গান
কোনো দাদ-ফরিয়াদ নয় ;
দুই তালু-বন্দী এক কাঁপা-কাঁপা হাওয়ায় প্রদীপ
আমার ইজ্জত—
আমি ঠা-ঠা রোদে-পোড়া আলকাতরার
মেহনতি ঘাম,
শির-ছেঁড়া দুঃখ-ভয়-দুরগ নিংড়ানো
আগুনের ফুল
ক্লারার কবরে রাখলাম॥

মহতী বিনষ্টি নয়

চশমাটা দাও
অবান্তর এই উক্তি, অর্থহীন নম্র অনুনয়,—
অঙ্গুলিমেয় যে-ক'টি মহামহীয়সী
দৃষ্টিহীন সমাচ্ছন্ন হতাশার সহজ শিকার
আর অন্ধকূপে মণ্ডূকের মনগড়া ব্রহ্মাণ্ডের
মাপ, বাঁধা-ছকে ঘুরে-ঘুরে
ভোঁ-ভোঁ কানামাছি-খেলা,—
সকলেই সংকটে শঙ্কার দূতী নয়
ইন্দ্রিয়গ্রামের বিমুখতা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ—
অজ্ঞেয় রহস্য আর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে
অহোরাত্র আত্মতুষ্ট অন্তর্মুখিনতা
চলিষ্ণু আলোর বিন্দু চীর্ণ ঢেউ রক্ত খদ্যোতিকা
জন্মান্ধতা-বিজয়িনী উজ্জ্বল বর্তিকা
ইন্দ্রিয়ের আর্তিজয়ী অধিরাজ্ঞী এই শুভনাম
চিরঅবিস্মরণীয়া হেলেন কেলার।

শ্রবণযন্ত্রটা ?
না না তার প্রয়োজন নেই,
বায়ুভাসি উচ্চাবচ গীতিময় শ্রেয় উচ্চারণ
জানি না কী মন্ত্রগুপ্ত পাথুরে-কালার অধিগত
সক্রিয় শব্দের আদিতম চৈতন্যের বিস্ফোরণ
অবলুপ্ত ইন্দ্রিয়ের কী সম্মোহ এ-জীয়নকাঠি
অমৃতসংগীতে নিত্য নিবেদিতা নবরাগমালা
শাশ্বতিকা হেলেন কেলার।

বোবামিও আমরণ মৌন সংগী নাছোড় দুঃখের,
বাক্‌শক্তি কী, জিভ ও আলজিভ জানে কি কখনো
চুম্বনআস্বাদহীন দু'ঠোঁটেও নিষ্ঠুর কুলুপ।
যৌবনের আনন্দ-রোমাঞ্চ
বঞ্চনার ছদ্মনাম,—
অনুমানে অনুভবে সঙ্গম-শীৎকার-

শূন্য নারী, তুচ্ছ প্রসাধন, প্রসাদনে পরিতুষ্ট
স্বোপার্জিত চেতনার সমৃদ্ধ শিখরে
ভাস্বতী সে, মনস্বিনী দ্বিতীয়া-রহিত
নিরঞ্জন বোধির প্রসূতি।

নষ্ট ইন্দ্রিয়ের মহতী বিনষ্টি নয়
জীবনকল্পের অভিনব শিলান্যাস কারুকলা
আত্মনির্মাণের এক নিরিন্দ্রিয় মহামুক্তদ্বার,
অন্ধকার অধিত্যকা হিরণ্ময় প্রত্যূষ-ছোঁয়ায়
মানবিক ঐশ্বর্যের প্রজ্ঞা প্রমা প্রেয় পন্থা পায়
দৃষ্টিহীন বধির ও বোবা
অতীন্দ্রিয় প্রতিভায়
লোকোত্তমা হেলেন কেলার
নিবন্ত এ-পৃথিবীর সৌরচুল্লী সমূহ উদ্ধার॥

মুক্তিসূর্য অস্ত গেলে

মানবিক অভিধানে ভূর্জপত্রে ছিলো
বাদামী রঙের ফিকে ত্বকস্তরে পরলে পরলে
প্রাণদায়ী মহাকর্ষ—হয়তো-বা বিশল্যকরণী
শব্দব্রহ্ম আনন্দের শুশ্রূষা সান্ত্বনা,—
বারুদের নিষ্ঠুর কার্তুজ
আণবিক ঐশ্বর্যও সংহারের বৃত্র
হয়ে একদিন চিহ্নহীন মুছে দেবে
এই জ্যোতির্বলয়ের পরিব্যাপ্ত উজ্জ্বল পরিধি
নিশ্চিন্ত বিশ্বাস অর্থহীন শূন্যতায়
শূন্যের শূন্যের গুণিতকে
ক্রমপাংশু রক্তের প্রবাহ

তোমারও পরমায়ু ক্ষীণ ক্ষীণতর
বিদ্যুৎকন্যা কি তুমি স্থির জেনেছিলে
বিশ্বাসের নিশ্চিন্ততা রক্তের ফিন্‌কি
অর্বাচীন সভ্যতার সঙ্কুল জঙ্গলে?

তুমি কি জানতে
সাধ-সিদ্ধি পাপমুক্তি শুদ্ধি-চান্দ্রায়ণ
স্খলন-স্খালন
বিশ্বাস শহিদ হয় বে-নজির নিজ-রক্ত মেখে??

ছত্রিশ রাগিণী ৭

এই কি সকাল?
রাত্রির অন্তিম অন্ধকারে
কা'র এ গোপন গর্ভপাত!
আহা, সদ্য-নাড়ি-ছেঁড়া জারজ সন্তান
দুধ-মধু পায় নি দু'ঠোঁটে,
রক্তের ফেনায় মোড়া কচি থ্যাঁতামুখ প'ড়ে আছে
সভ্য সুস্থ চৌমাথার মোড়ে
সমুজ্জ্বল প্রথম প্রহরে।

সকালের সেরা সমাচার
দুটো চোখ-ওপড়ানো আঁতকানো কিম্ভূত দুনিয়া।
থলি ঝেড়ে কেউটেরা বিষ ছড়িয়েছে
গলিঘুঁজি ধানমণ্ডি দাউদাউ পুড়ে পুড়ে খাক্‌--
দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু
রক্তনখ এখনো ধোয়নি,
খিন্ন আর্তনাদ অঝোর অশ্রুর চিহ্ন
বিচূর্ণ টালির স্তূপ—আর স্তূপাকার
তোবড়ানো কালো পোড়া-টিনের কঙ্কাল
ইতস্তত এখানে-ওখানে;
ছোটো মেজো সব বস্তি ডেরা
সুস্থিত বাস্তুর হাল-হকিকৎ এই!

কোনো ফাঁক ফাঁকি নেই—
বেশ বহাল তবিয়তেই
আর্যপুত্র সুপ্রিয়র ফন্দি ফিকিরের
চওড়া কব্‌জি
বজ্র আঁটুনির শক্ত গেরো
কী সহজে ফস্কা হয়—সে-কৌশলে কুশলী ওস্তাদ।

অবিশ্বাস্য কে বলবে এ-অগ্নিবলয়!

ঝিংরিমহল্লার খিড়কির পাশে
গা-ঘেঁষে গা-ঘেঁষে
শূন্যনুড়ি নুনিয়া নদীর ওপারেই
ডাঙাল-জাঙাল-কান্না চিত্রণ হুবহু
এক ; বোমা. পোষা-বোমবাজ, ওয়াগন ব্রেকার,
সহমর্মী দুপ্লেটুন সশস্ত্র পুলিশ
দুরাউন্ড গুলি
জেল্লাদার কী নিখুঁত ছবি !

কোথায় আসামী ?
ধূর্ত নোঙরা ছুঁচোর—কালকেউটের গর্তে হাত
বখেড়া বাড়াবে. গভীর জলের রুই-কাৎলারা
ঘাই মেরে শক্ত জাল ছিঁড়ে
গভীর গভীরতর পাতালে পালাবে।

ঘষা-পারদের পুরনো আয়না খাঁটি
গোয়েন্দারা গূঢ়দৃষ্টি পায়
রোষমুখ রুদ্রাক্ষের মতো
মুখ ভেংচে তড়িঘড়ি তর্জনী নাচায় :
—ওই তো আসামী !

কী আশ্চর্য. সনাক্ত নির্ভুল।
সচ্ছল ও অসচ্ছল আজকের তামাম সংসার
লোহাজাল-ঘেরা এক-কাঠগড়াতেই
সার-সার আসামী হাজির—
আমি আছি তুমি আছো, আরো কেউ-কেউ
নিপাট ভালোর ভালো ভিন্ন চেহারায়॥

ছত্রিশ রাগিণী ৮

নবগ্রহস্তোত্র কিংবা গ্রহমিথুনের
প্রসঙ্গ এ নয়।
আজকের সমাচার-দর্পণের সেরা শিরোনাম
স্বরগ্রাম কোমল ধৈবত
কিছুই মানে না ; স্নায়ুর নতুন এক উপার্জন
অষ্টম রাগিণী এই :

ভাড়া-খাটা কলমের সুচিক্কণ কুশল আঁৎলামি
ছিটেফোঁটা সত্যের ছোঁয়াচ
সূক্ষ্ম ছিদ্র সব রন্ধ্র চুঁইয়ে চুঁইয়ে
ছাইপোড়া কোটা ক্রীমসিল্ক্
সুভাষিত ভাষ্যের ভাঁজ খুলে খুলে
ধান্দাবাজ শিল্প ও শিল্পীর
ফড়েমির ধূর্ত ছবি, ভুষো-মাখা অস্পষ্ট ফটোও
মৃদু কথা কয়, ধুকপুক ন'ড়ে ওঠে
রক্তজবা ঠোঁট, শীর্ণ সরু লাল নদী
ঠোঁটের দু'কশ বেয়ে বিপ্লব-নিশান
মিশে যাচ্ছে হিমঠাণ্ডা-বুকে
চূর্ণ ও বিচূর্ণ পাঁজরার স্পন্দহীন মোহনায়—
ধুকধুক সব সাক্ষী সঠিক কবুল,
অবয়বে বাহ্যত মারাত্মক কোনো ক্ষত নেই।

ডাঙালের খাপরা জ্বলছে,
জ্বলুক-না সূর্যমুখী শিখায় শিখায়
দমকল না-এলো এলো না—
রণরোল হাওয়ার কসরৎ জোরে কড়া নাড়ে
অন্য কোনো দীপক রাগিণী
আগুনে হল্কার চেয়ে তেজী
চড়া মিড়, কখনো-বা তীব্রার মূর্ছনা
সময়কে পুরোপুরি সত্যের আদলে
বেআবরু করে,—

কেরামতআলিদের এই তো মওকা
আকাশ-ফাটানো বুঝদিল্ হাততালি
বাহবা, বাহবা,
গা-বাঁচিয়ে আরো হাততালি।

দুনিয়াদারির প্রায়-পূর্ণগ্রাস গ্রহণ এখন ;
আদি অন্তহীন সোজা বাঁকাচোরা পথে
অবরুদ্ধ আদিম ও অ-বশ্য রিপুরা
ক্বচিৎ কস্তুরী ঘ্রাণ, প্রায়শই পচা পুঁজ রক্তে মিশে আছে
বিরুদ্ধ রাগিণী ;
জীবিকার আলো-আঁধারিতে
সুখ ও দুঃখের সরু কোমর জড়িয়ে
এরাই মশাল হাতে চক্রাকারে ফুলডুংরি নাচে॥

এখন দিল্লী থেকে বাংলা খবর

হ্যাঁ, এখন বাংলায় খবর বটে,
বস্তুত বাংলার নয়—না না আপীড়িত ভারতের
আদত আদলে সমাচার নয় আজ।
ধান-দূর্বা পল্লবের চন্দনের বেজায় আকাল—

রক্তনীল গোলাপের পাপড়ি-প্রপাত
অভিকর্ষে অবিরল ঝরছে মাঙ্গলিকী
বিবর্ণ ও থমকানো মেঘপুঞ্জ চিরে
তবকের গয়নায় মোড়া হেলিকপ্টারগুলো
বায়ুমণ্ডলের কেন্দ্রে দোলানো-শুঁড়ের কেয়াবাত
হস্তিনৃত্য মোহচিত্র আঁকে,
পোষমানা গোঁয়ারের মতো জাগুয়ার
ঝাঁকে-ঝাঁকে তীরবেগে মাটির ঠোঁটের কাছে নেমে
চুমু দেয় : কোটি-কোটি প্রবঞ্চিত আম-জনতার
কর্ণঝিল্লী ছেঁড়ে খোঁড়ে রুদ্ররোল জয় হে, জয় হে,

না, অসহ্য যন্ত্রণা না : শ্লাঘার প্রলেপ
আপাতসান্ত্বনা।
ধান-দূর্বা নাই-বা রইলো!

ষোড়শোপচার চমকের জমকের ঠাটবাট
ষোলো-র উপরে বাহাদুরি!

নাংগা নাচে পটু হাবাগোবা হরিজন গিরিজন
গিজগিজ আমরাও নাহক স্বাধীন
ঝকঝকে পিলসুজ-নিচে ঘন বিমর্ষ আঁধার।
সূর্যের দ্রাঘিমা ক্ষুণ্ণ খর্ব—লঘিমায় লঘিমায়
অক্লীব নির্ভীক স্থির সারিবদ্ধ ক্রীতদাস-দাসী
এ-আহ্লাদি-বার্ষিকীর অর্ঘ্য ঝুটা হ্যায়

বেইমান জিভে এই দ্রোহ
অকৃতজ্ঞ উচ্চারণ আর কি মানায়?

পারমাণবিক শস্ত্র নই
অব্যক্ত আর্তির মানসিক প্রতিবন্ধী
আবারও মাফি মেঙে নিই—মুখ-ফট্‌কাই নয়,
অনুগত আমরাও স্নায়ুর তন্ত্রীতে
কাঙালীগোষ্ঠীর সেরা কুলীন স্বাধীন!

এলেবেলে ফুলঝুরি কৌতুক বার্ষিকী॥
রোদ্দুরের চাঁদিফাটা বৈমাত্রের ও ভাই কিষাণ.
জংধরা ইন্দ্রিয়ে ঝামা ঘষো. না না শান দাও—
বধিরতা ও বোবামি আগ্নেয়গিরির ভাষা হোক
উৎক্ষিপ্ত তপ্ত লাভা ; বাঁজা মাটি. নাঙলা-গোরুর হাল,
নাবাল জমির ক্ষোভ, খরাত্রাসী খেত ও খামার
খানাখন্দ খালবিল. জলঝড়ে জালজীবী ধীবরের মুখ
নোনা গাঙ মিঠে পানি সুস্বাদু উত্তম
মজা-নদী মহানদী হোক, গঙ্গা-পদ্মা চরিতার্থ
আনন্দের অভীষ্টের অমৃতসঙ্গম ;
দুনিয়ার দূরভাষে এ-বাংলার কুশল সংবাদ।

ক্বচিৎ দয়ালু দিল্লী ; শোনো
সাবলীল বাচালতা সকাল-সন্ধ্যায়
মৈত্রেয়ী ও গার্গীদের হিরামন-গলার অক্টেভে
গুর্জরী-টোরীর বিশুদ্ধ রাগিণী নয়
খরা ও বন্যার সাশ্রু ছেঁদো ব্যাকুলতা
কদাচিৎ ঝরে.—আর ছাতা-পড়া অনুদান চিঁড়ে-মুড়ি-খই
দন্তিল পেষণে দ্রব আধ-মিহি সপিণ্ডের দলা
লাল-সপ্‌সপ্‌ কণ্ঠনালী পার হয়.—
শিটেমরা পাকস্থলী গোলাপের কদর কি বোঝে?

নখে লাল দাঁতে লাল

তেজী হাওয়ার ফসফরস-ঢেউ থেকে
আছড়ে কী মণি-মুক্তো চুনি-পান্না ঝরে!
ফলাও ব্যবসা জাঁকে মজ্জাগ্রাসী মন্দার বাজারে
বুকভাঙা-হতাশার 'হায় হায়' লজ্জা পায়; থুঃ, থুঃ,
ঘেন্নার থুতুও গিলে এইসব বেহায়া বণিক
গ্রন্থলোক আর খালাসীটোলায় কোনো
ফারাক রাখে না—
কী আর প্রভেদ তবে নিষিদ্ধপল্লীতে!

কথামৃত-পারদের ঘা না শুকুতেই
হতবুদ্ধি হাওয়ায় হাওয়ায় চামর ব্যজন
চাঙারি-বোঝাই আনকোরা
আগমার্ক ইন্দিরা! ইন্দিরা!

রক্তের জমাট ড্যালাগুলো
এখনও ইঁটেল-কঠিন—
উদাসীন-ডানা কাক-চিল থতমত,
ইতস্তত এগুলো না ক্ষুধার্ত কুত্তারা,—
সংস্কৃতির আদ্যাপীঠে সাততাড়াতাড়ি
ধারালো চঞ্চুর ক্রূরযুদ্ধ
রক্তথ্যাঁতা বিপিশিত নাড়ি-নাভি দাঁতে-নখে ছেঁড়ে
উপবাসী গৃধ্র-গৃধিনীরা,
এ-মওকা চতুর্বর্গ যোগফল হোক বা না হোক
বেওজর বেবাক কি মাঠে মারা যাবে
নখে লাল দাঁতে লাল খুশি?
ভাগাড়ের ফলাও ব্যবসা
বেঁচে থাক মুঠোভর্তি মুনাফার ইন্দিরা! ইন্দিরা!

বিষুব-ক্রান্তিকে চিরে-চিরে
প্রায়শই বঙ্গোপসাগর

বায়ুচাপে ধ্বস্তনস্ত প্রদাহ-প্রকোপ
তেজী হাওয়ার ফসফরস-ঢেউ থেকে
আছড়ে কি মণি-মুক্তো চুনি-পান্না ঝরে ?
হাওয়ার পিপাসা কি জিভছেঁড়া টাইফুন-ঝড় ?
বুনো শ্যাওড়া ও বিছুটির সেঁকা-লাগা প্রেতযোনি
এ-প্রশ্নের সমূহ উত্তর ॥

মোহিনী অট্টম

অবিস্মরণীয়াসু

কান্যকুব্জ-কুলজাত কলাবতী শ্রেয়সী বান্ধবী
প্লেটোর রাত্রির অনুভাবনার বিথারে বিস্তারে
সহজলভ্যা কি তুমি ভূগোলের মথুরা প্রভাসে
রত্নাবলীকুঞ্জে কিংবা চারুদত্ত-বসন্তসেনার
স্নিগ্ধ সখ্যে—চর্যাপদে মালতী মাধবে জয়দেবে
রতিসুখ মধুর বিধুর শ্লোকে রভসে রভসে
গোঙাই নি চুপিচুপি. কান্নার করুণ পরিণাম
ট্রয় জ্বলন্ত রোমক রাত্রি, কামার্তের ক্লিওপাত্রা—
হালফিল কেন এই সম্বোধন বৈদুর্যমণির
স্পর্শরাগ তাৎক্ষণিকতা টীকা-ভাষ্য উহ্য থাক
ব্রাহ্মীলিপি তাম্রাদির ক্ষয়-ক্ষতি অর্থের উদ্ধার
করবেই গলদঘর্মের সূক্ষ্ম জটিলতা মুছে।

মঙ্গলকাব্যের লহনায় কিংবা বিদ্যাসুন্দরের
আমিষ আখ্যান নয়—শুধু মঞ্জু আলাপচারিতা
সম্পর্কের চির-রাখিবন্ধনের গিঁট দিয়েছে কি
বেঁধে? কখন দিয়েছে অর্থবহ অনোন্য অভিধা
অবিস্মরণীয়া বলো বলো তুমি কি তা জেনেছিলে
তোমার ধমনী কবে কাঞ্চনজঙ্ঘার গ্লেসিয়ার
দিব্যদ্যুতি ছুঁয়ে ছেনে গলিয়েছে উষ্ণতার আলো
দেহে যা ধরে না মনের ভৃঙ্গার ছাপিয়ে গড়িয়ে
জীবনদায়িনী লাবণ্যের ছন্দোময়ী প্রবাহিণী
নিরঞ্জন অবগাহনের স্বচ্ছলীল তৃষ্ণাতৃপ্তি।

স্রোতের কুটোর মতো ভেসে যায় বয়স শরীর
পলিমাটি শস্য-প্রসবিনী—বলিরেখা দীর্ঘতর,
চোখে ছানি? স্মরণ ও বিস্মরণে নিশ্চিত নির্ণয়
ভাঙা-জানলার ফাঁক ও ফোকরে নীলিম আকাশ-
হাতছানি—অবিস্মরণীয়া, এখন কোথায় তুমি
দিল্লি পণ্ডিচেরি ঢাকা, অনন্ত আকাশ পাড়ি দিয়ে

প্যারির সাঁলোর সন্ধ্যা অক্সফোর্ডে বৈদগ্ধ্যের বাণী!
কিংবা কাছের ব্যাঙককে বাথ্‌টবে ক্যাবারের হুরী
পরী, কায়রো কিয়োতো ভিয়েনার মধুমন্তী নারী
নিউ ইয়র্কের সত্তর-তলা অ্যাপার্টে অক্সিজেন
কম হ'লে কষ্টে কম্র অপ্রতিভ মুখ মনে পড়ে
মনের চোখের মণি খুঁজে ফেরে কোনো শিষ্ট হাত??

অনির্বচনীয়াকে

সত্যি যদি ভালোবেসে থাকো
সত্তার সমস্ত সুরা বিনিঃশেষ ঢেলে নিংড়ে দিয়ে
ত্বকের নিচের রক্তে স্নায়ুতে তন্তুতে
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ অনুব্রতা হও—
দামিনী-দামাল প্রতিশ্রুতি
লহমায় নিভে যাবে কেন?
নিজেকে ঠকিয়ে লাভ!
শাদামাটা সস্তা ছবি কী দামে বিকোবে
গিজগিজ গড্ডলের ভিড়ে?
এ কী আত্মপ্রতারণা-সুখ!
ষোলোকলা প্রেমের আগুনে-আরশিতে
একবার দেখবে না মুখ?

এখন কি আমি
স্মৃতির চিতাকে প্রদক্ষিণ ক'রে ক'রে
টায়টোয় বেঁচেবর্তে জীবন কাটাবো?
তা কি হয়! দ্বিধান্বিতা, একটু দরাজ
দীপান্বিতা হও!

অগ্নিসত্তাময়ী.
সত্তার অধিক সত্য সিদ্ধি
অনির্বচনীয় কিছু কি দেবে না!!

প্রথম রিপুর কোষে

বয়ঃসন্ধি প্রশস্ত সময়
সুপেলব প্রথম প্রীতির কুঁড়ি ধরে
কতো ফুল ফোটে,
বর্ণে গন্ধে কোমল এষণা
হঠাৎ কখন প্রবাল প্রবল হয়,
ভালো লাগা ভালোবাসা পরে
সম্ভাবিত ভাস্কর্যের তক্ষিত সুষমা
অভিজ্ঞার উৎস উত্তরণ।

পূর্বরাগ পালা শেষ। শৃঙ্গার-তিলক আরো পরে
স্ফটিক শিশির-ফোঁটা মদয়ন্তিকার
জুঁইগন্ধ কুসুমবিলাস,
ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী মিথুনের শ্লোক
পরস্পর শরবিদ্ধ প্রশস্তির কাল
অব্যক্ত আবেগ
প্রথম রিপুর কোষে-কোষে
চাকভাঙা পরিমেয় মধু-র আঘ্রাণ—
অনুকূল আলোর অভাবে
মধুপ মতির ভ্রম দানা বাঁধে, ধৃষ্ট মূর্তি ধরে
গরিমা ও গুণগ্রাম প্রতিভা প্রত্যাশা
প্রমিতির প্রশ্ন ভুলে নিষেধ না মেনে
লায়েকের ডাঁটো ডাঁশা মজ্জা-মেদ নিঙড়ে নিঙড়ে
চতুঃষষ্টি কামকেলি কুরুক্ষেত্র-জয়—
অসুস্থ ও ইতর ইন্দ্রিয়দাস অনুদাস হয়
চালে ভুল সাপ-লুডো খেলা
স্বর্গ থেকে কুম্ভীপাক-নরকে পতন
ইতিস্বপ্ন শ্রেয় সম্ভাবনা ;
হ্লাদশূন্য পুরুষ প্রকৃতি
যুগল যান্ত্রিক অভিরতি
ঝুনো ঝানু লেডিকিলারেরা

প্রতিপক্ষ উপমার পটীয়সী বহুবল্লভারা
জানি না কী-সুখের বিকল্প স্বাদ খোঁজে,—
শারীরবিদ্যার বিশারদ
লিবিডোতত্ত্বের পারঙ্গম অনুধ্যায়ী
দিতে পারে মহামোক্ষ দিক
অন্যথায় বিষয়জ মোক্ষম মনীষা।

ততোক্ষণে বায়ুলীন নীল লোধ্ররেণু
কোথায় গিয়েছে উবে কবে
গন্ধপ্লুত অযত্নের অমল কর্পূর,
মরীয়া ও বেপরোয়া কিম্ভূত যৌবন
সুবিশ্রুত ধন্বন্তরি মহৌষধি মৃগনাভি খোঁজে
যাবতীয় স্বস্ত্যয়ন চান্দ্রায়ণ-বিধি
অন্তিম ভরসা॥

টাইট-জীন্‌সে নীল

যুক্তি ও বিযুক্তি মিলে বিমোহিনী সংযুক্তা সেনের
চোখের মণির নীল ইছামতী পদ্মা ধলেশ্বরী
কখনো বা বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়
শঙ্কার সংকেত. কোন্‌ খিদে মিটে গেলে বশীভূতা

আবার অভয় মুদ্রা আলিঙ্গনে মুখর ইশারা
অবয়বে অহংকার-রেখারা কোমল কমনীয়
ঢেউ, ঢেউ-ভাঙা ফেনা সমুদ্রসৈকতে শুয়ে থাকা
চোখের মণির নীল ধৈবতের রাগ ও রাগিণী

মৃদু মিড় তানপুরা অগ্নিবীণা-অঙ্গার মূর্ছনা
দ্রুত লয় বিলয়ের কী নিপুণ সংগত সংলাপ
রক্তমণি সংরাগের শর্তহীন সংকাশ কি নেই
অগাধ নীলের নিচে শোণিমার সূক্ষ্ম বিচ্ছুরণ?

যুক্তি-বিযুক্তির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কাঁটাতার
টাইট-জীন্‌স সংযুক্তার চোখে নভোনীল কই?

লিবিডোর কান্না

লিবিডোর সমীচীন মেজাজ কি ছিলো
বয়সের সন্ধিক্ষণে? বিবেকের সারবান্ সায়?
হাঙরটা কোথায় যে টেনে নিয়ে গেল
ফুঁসে-ওঠা সমুদ্র-গভীরে!
সস্তার চেয়েও সস্তা প্রেমট্রেম কপ্চানি ছাড়ো,
আকস্মিক টাইফুনে হাবুডুবু নাকানিচোবানি,
হায় হায়,
হাপুস নয়নে শুধু নিয়তি কপাল চাপড়ায়।

পাক খাচ্ছে, পাকে-পাকে ঘুরছে এ-তন্বী লাশটা
কদমের উঁচুডালে কণ্ঠলগ্ন প্রায়-উদ্‌লা ছবি—
শাড়িটা পড়ছে খ'সে ঝুলন্ত বাহারী মাফ্‌লার
পেটিকোট ফাঁক হয়ে ফুলছে উড়ছে
বাতাসের বাকি ও বকেয়া টিটকিরি!
আট দু'গুণে কি ষোলোটা বছর ধ'রে
ছিনিমিনি অমৃত গেলে নি ঢের
এর-ওর ঠুন্‌কো প্রণয়ে?
ঝুলনের উল্টো-পাকে পরিপূর্ণ ঝুলুক-দুলুক!

পঞ্চসতী হার মানে,—পটিয়সী পাঁচটি আঙুল
শেষতম মোলায়েম প্রাণেশ্বর-বুকের জঙ্গলে
বিলি কাটে আর দিব্যি গালে : তুমিই প্রথম,
ভিন্ন কোনো পুরুষকে স্বপ্নেও ছুঁই নি।

ঠোঁটের মুচ্‌কি হাসি চেপে
প্রাণেশ্বর মনে-মনে ঘ'ষে ঘ'ষে তুলসী-পাতা ধোয়॥

হরমোনের খিদে

রক্তের মন্থন শেষ হয় কি কখনো ?
হুঁশিয়ার স্বপের সওয়ার !

আহ্নিক চক্রান্ত আর চকিতের মেঘের বর্ণালী
তরল-মদির তৃষ্ণা আনে
মিশরী মরুর বুকে
—তৃণাঙ্কুর সবুজ ছলনা ;
প্রথম কদম ঝ'রে গেছে
রাধিকার রতিমুক্তি কই !
সুস্থ হরমোন উন্মুখ দোসর খোঁজে
বার-বার ইচ্ছা বারাঙ্গনা !

ঝড়ের দাঁতের ধার থাকুক-না বাসন্তী হাওয়ায়
নতুন নিবিড় নীল দুলে ওঠে ফিনিক্সের গানে,
জীবনের আঁচটুকু দু'ডানায় লেলিহান
হলোই বা ঊর্মিল শিখায়—
আবার তো নবজন্ম-বীজ র'য়ে গেছে
দগ্ধনীড় ভস্মের আধারে,
আবার তো নীলিমার অভিসারে দু'ডানা উড্ডীন।

কটাক্ষ নিভেছে তার ;
গাঢ়কৃষ্ণ চাঁচর চিকুরে
কামার্ত রাত্রির খেদ ক্ষণিক লুকালো
প্রাণান্ত-প্রণয়ে ছেদ শুধুমাত্র প্রহর বিশ্রাম।

আবার নতুন খিদে,—
নিখাদ ও নিকষিত রাগ-রক্তহেম
স্ফটিক ঝর্নার ঢলে ধুয়ে দেয়
আর-এক মুখের ম্লানিমা
মীনকেতু হয় নি ফেরার,

নবনীতা নারী-দেহে শোণিত-মথিত-সুরাপাত্র
নিঃশেষ হয় না,
ইলোরার রঙছুট ফ্রেস্কো নয়—
ইসাডোরা-রম্ভাউর্ ডাকে
লালায়িত রিপুর রসনা!

আমিশাষী স্বপ্নেরা দুর্মর
আরো প্রেম, আরো কতো সিঁড়ি!
বিসুবিয়সের ঠোঁটে কী আগ্নেয়-প্রতীক্ষা অপার—
হুঁশিয়ার স্বপ্নের সওয়ার!!

মেঘ ও ঊরুর পেশী

ছোট্টো একটা অনুনয়
ওগো দুপুরের মেঘ, আরও একটু দূরে যাও
আমাদের পোষমানা নোনাঝাউগাছের মাথায়
মেহেদি রঙের মেঘ নয়, উজ্জ্বল সবুজ ছাতা
বামনের মাথাভর্তি ঝামরানো চুল
সুদক্ষ মালির কাঁচি ধারালো বর্ষায়
দশানা-ছ'আনা ছাঁটে ছিমছাম ছোট্টো দুপুর

সেয়ানা বিকেলটুকু ঝকমক সবুজ গালচে
টেনিসের কোর্ট বেশ ফিটফাট অতিমিহি ছাঁটে,
চার-জোড়া কেড্‌সের প্রতিযোগী-যোগিনীর মরি-বাঁচি জেদ
কপালে রুদ্রের মেঘপটল ও পাটলের ছবি
আটটি ঊরুর পেশী নাচে-কোঁদে আণবিক তেজে
ছয়-এক ছয়-দুই ছয়-তিনে গো-হারান হারাবার আগে
কালো মেঘ, তোমার কান্নার ঝর্না এখুনি ঢেলো না

মেঘ না ঊরুর পেশী কে জেতে কে জেতে !!

মৌসুমী মোহিনী অষ্টম

মৌসুমী-মরসুমে ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ
সবুজাভ স্থিরচিত্রে ক্লিক-ক্লিক চোখের ক্যামেরা :
বৃষ্টিধোয়া ম্যাকাডাম ছিমছাম নাকউঁচু রাজপথ জুড়ে
এন্তার সবুজ ছাতা মেঘলিপ্সু বর্ষাগাছ. চামর দোলায়
নোনাঝাউ, মউচোষা মাছিদের প্রিয় দ্রোণফুল,
সযত্নের বেড়াঘেরা রক্তমণি পপির কেয়ারি—
পাশাপাশি টইটম্বুর কাটাখালে
বাঘা-বাঘা কচুরিপানার
ডাঁটো-ডগা ডাকাতে-থাবার মতো ফণা
ডরায় না হেলাফেলা কাঁটানটে সুষুনি হিঞ্চেরা :
শ্বাসনালী রুদ্ধপ্রায়
ঘন ধূলিপটল ও ডিজেল-ধোঁয়ায়
চিন্তা-বিচিন্তার বাষ্পে ত্রাহি-ত্রাহি বায়ু-পিত্ত-কফ
চেতনার খানাখন্দে ছন্দোময়
ব্যাঙের কোরাস।

ঐরাবত শুঁড় তুলে সমুদ্র ছুঁড়ছে,
জল—শুধু জল, জলঙ্গী-জাঙালে স্তম্ভিত ক্যামেরা
আকাশগঙ্গার বাঁধভাঙা বিশ লাখ কিউসেক
তরস্বিনী ময়ূরাক্ষী কংসাবতী কান্নার বন্যায়
বানভাসি দশ লাখ অসম লড়াই—
বীরভদ্র অভিজন উনজন অন্ন আর আশ্রয়কাঙাল
এলোকেশী প্রকৃতি ফুঁসছে দুলে-দুলে
কচি কাঁচা রোদের ডানাকে
বাগে পেলে গোটা সৌরবলয়কে মোক্ষম দংশাবে।

ভিজে-ভিজে ছাই-ছাই চঞ্চল ছায়ারা
বারান্দার অবকাশে আনন্দন আরামকেদারা :
এ-আষাঢ় এ-শাঙন-ঘন মাহ-ভাদর আশ্বিন

খোপে-খোপে অনুভব ভ'রে নেয় মধু,
পউষের দাঁতের কামড় আর হাড়কাঁপা শীত
বালাপোষ-ওম ভেঙে অপলক দেখবে দু'চোখ
ঋতুরাজ-অভিষেক আর-এক অভয় মুদ্রায়—
ঝল্লরীর তালে-তালে কলাবতী সুঠাম জঘন
ঠমকে ঠমকে নাচে আয়তাক্ষী মোহিনী অটুম॥